কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৯ OCT 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

৭ কলেজের ২ লাখ শিক্ষার্থী আন্দোলনে

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বন্দ্বে চরম বিপাকে শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) অধিভুক্ত হওয়ার পর গত জুলাইয়ে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল সাত সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা। তখন অনেকটা বাধ্য হয়েই বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। সেই পরীক্ষা এখনো চলছে। এবার ফল ঘোষণার দাবিতে রাস্তায় নেমেছে শিক্ষার্থীরা। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গতকাল রবিবার সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত মোড় অবরোধ করে। এতে আশপাশের রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। দুপুর ১২টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে যান ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান। আগামী নভেম্বরের মধ্যেই ফল প্রকাশের ঘোষণা দেন তিনি। তবে শিক্ষার্থীরা সে আশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। অবরোধ চলে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ছাত্রলীগ নেতাদের আশ্বাসে আজ সোমবার দুপুর পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করে শিক্ষার্থীরা।

> আজ দুপুর পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা, দাবি আদায় না হলে আন্দোলন চলবে

গতকাল রাতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি। তাদের দাবি যৌক্তিক। তাদের ফল প্রকাশ না হওয়ায় তারা অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে। তবে আমরা শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করেছিলাম

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

আরো ছবি ▶ পৃষ্ঠা ৩

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বন্দ্বে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলোচনায় বসার জন্য। তারা কাল (আজ সোমবার) দুপুর ১২টায় ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে বসতে রাজি হয়েছে। আর ওই সময় পর্যন্ত কর্মসূচিও স্থগিত করেছে।'

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় এই সাত কলেজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের লিখিত পরীক্ষার ফলের তথ্য এখনো পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। কিন্তু চতুর্থ বর্ষের ফল প্রকাশ মানে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ। ওই ফল পাওয়া না যাওয়ায় চূড়ান্ত ফল প্রকাশে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েক দফা চিঠি চালাচালিও হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। কার্যত কোনো ফল আসেনি।

অধিভুক্ত সাত কলেজ হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সূত্র জানায়, অধিভুক্ত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ বর্ষের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ এবং চতুর্থ বর্ষের লিখিত পরীক্ষার ফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই রয়েছে। অধিভুক্ত হওয়ার পর আগের পরীক্ষার ফল চেয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কয়েক দফা চিঠি দিলেও এখনো তা পায়নি ঢাবি কর্তৃপক্ষ। আর আগের পরীক্ষার তথ্য না থাকায় ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে জানতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদকে গতকাল একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি তা ধরেননি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিঠির মাধ্যমে আমাদের কাছে যা চেয়েছে তার সব কিছুই আমরা দিয়েছি। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীর মানোন্নয়নের ফল আছে, কিছু টেকনিক্যাল সমস্যাও আছে। এগুলো কিন্তু তারা (ঢাবি) এখনো চায়নি। আর এত শিক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়।'

সূত্র জানায়, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের চতুর্থ বর্ষ ও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বর্ষের ফল দীর্ঘদিন ধরে আটকে আছে। চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ বর্ষের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা হয়। ফেব্রুয়ারিতে সাত কলেজ ঢাবির অধিভুক্ত হলে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে পড়ে শিক্ষার্থীরা। অধিভুক্তির ঘোষণার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের গুটিয়ে নেয় আর প্রস্তুতি ছাড়াই দেড় লাখ শিক্ষার্থী ঢাবির তত্ত্বাবধানে এলে চাপের মুখে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশাসনিক ভবনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিসের এক কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই দেড় লাখ শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। এতে বাড়তি চাপ পড়ছে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে। ফল প্রকাশ করতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্তে থাকা অবস্থার তথ্য দিতে কয়েক দফা চিঠিও দেওয়া হয়েছে। সাত কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে সভাও করা হয়েছে। তবে আগের পরীক্ষার ফল না পাওয়ায় ঢাবি কর্তৃপক্ষ ফল ঘোষণা করতে পারছে না।'

চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয় রাজধানীর বড় সাত কলেজ। এসব কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থী রয়েছে এক লাখ ৬৭ হাজার ২৩৬ জন। কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা ও সিলেবাস প্রণয়নে বিপত্তিতে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঢাবির অধিভুক্ত হলেও পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা না হওয়ায় জুলাইয়ে বিক্ষোভে নামে শিক্ষার্থীরা।

গত ২০ জুলাই শাহবাগে শিক্ষার্থীদের সমাবেশে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেলে দৃষ্টিশক্তি হারান তিতুমীর কলেজের ছাত্র সিদ্দিকুর রহমান। এখন ফের ফল প্রকাশের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে শিক্ষার্থীরা। তাদের পাঁচ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে : শাহবাগে আন্দোলনের সময় এক হাজার ২০০ ছাত্রের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার, চতুর্থ ও দ্বিতীয় বর্ষের ফল প্রকাশ, একাডেমিক ক্যালেন্ডার, তৃতীয় বর্ষের রুটিন ও অধিভুক্ত সাত কলেজের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট খোলা। মানববন্ধন ও সমাবেশ করে কোনো সুরাহা না হওয়ায় সম্প্রতি ঢাবির মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করতে গেলেও বাধার মুখে পড়ে শিক্ষার্থীরা।

এদিকে গতকালই অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে জানানো হয়, ২০১৬ সালের অনার্স তৃতীয় বর্ষ (নিয়মিত, অনিয়মিত, গ্রেড উন্নয়ন) পরীক্ষা আগামী ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত সময়সূচি যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

পাঁচ দাবিতে গতকাল সকাল ১০টা থেকে নীলক্ষেত মোড় অবরোধ করে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। মোড় আটকে দেওয়ায় আশপাশের রাস্তায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। দিনভর রাস্তা আটকে রাখায় ভোগান্তিতে পড়ে মানুষ।

দুপুর ১২টার দিকে আন্দোলনস্থলে গিয়ে ঢাবি উপাচার্য ড. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের বলেন, 'অনেক অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে সাত কলেজের দায়িত্ব ঢাবিকে দেওয়া হয়েছিল। কোনো সমন্বয় ছিল না। আমরা চাইছি সুশৃঙ্খলভাবে কলেজগুলোকে আমরা পরিচালিত করব। এর জন্য যা যা প্রয়োজন তা আমরা করছি।' তবে শিক্ষার্থীরা তাঁর আশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে অবরোধ চালিয়ে যেতে থাকে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমন্বয়কদের একজন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী ওমর ফারুক গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাই আমরা কাল (সোমবার) উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছি। সেই পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন স্থগিত থাকবে। আমাদের অন্য দাবির সঙ্গে ১,২০০ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলাও প্রত্যাহার করতে হবে।'

গতকাল ছিল সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস। সকাল থেকে নীলক্ষেত চত্বর ঘিরে রাখায় রাস্তায় চলাচলকারী সবাইকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে স্থবির হয়ে পড়ে রাজধানীর কয়েকটি সড়ক। সায়েন্স ল্যাবরেটরি, কাঁটাবন, শাহবাগ, নিউ মার্কেট, গ্রিন রোড ও ধানমণ্ডি সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। স্কুলফেরত শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তিদের চলাফেরায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা দড়ি দিয়ে গোটা নীলক্ষেত চত্বর ঘিরে রেখেছে। কোনো যানবাহন, পথচারী, কেউই নীলক্ষেত এলাকা দিয়ে চলাচল করতে পারছে না। শিক্ষার্থীরা মাইকে তাদের বক্তব্য দিচ্ছে। দড়ি ভেদ করে যেন কেউ চলাচল করতে না পারে, সে জন্যও শিক্ষার্থীরা ছিল তৎপর।

সাড়ে ১১টার দিকে ধানমণ্ডি গভর্মেন্ট বয়েজ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী অন্তরকে নিয়ে আজিমপুরে তার মা আয়েশা আক্তার অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু রিকশা একচুলও নড়ছিল না। বিরক্ত হয়ে আয়েশা আক্তার বলেন, 'সোয়া ১২টায় ডে শিফটের ক্লাস শুরু। কিন্তু রাস্তা আটকানো। মনে হয় আজকে আর ক্লাস ধরতে পারব না। এখন এই সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের জন্য অন্য শিক্ষার্থীদের ক্লাসও মিস করতে হচ্ছে।'

দুপুরের দিকে আজিমপুর, আসাদগেট এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরি সিগন্যাল থেকে নিউ মার্কেটের দিকের সড়ক বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ফলে বিভিন্ন সড়কের যানবাহন ফার্মগেট হয়ে কারওয়ান বাজারের দিকে যেতে চাইলে সেখানেও তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া গ্রিন রোড এলাকা থেকে পান্থপথ এবং প্রায় সায়েন্স ল্যাব পর্যন্ত প্রচণ্ড যানজট ছিল। কলাবাগান থেকে সায়েন্স ল্যাব সড়কেও বড় ধরনের যানজটের সৃষ্টি হয়। নীলক্ষেতের দিকে গাড়ি চলতে না পারায় এলিফ্যান্ট রোডেও বড় ধরনের জটের সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানায়, চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হলেও ফল না পাওয়ায় চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। যদিও একই শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ফল পেয়েছে। চাকরির পরীক্ষায়ও অংশ নিচ্ছে। দ্বিতীয় বর্ষের চূড়ান্ত ফল না পাওয়ায় তৃতীয় বর্ষেও উঠতে পারছে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ঢাবি কর্তৃপক্ষের কাছে কোথাও সদুত্তর না পাওয়ায় তাদের আন্দোলনে আসতে হয়েছে।

ঢাকা কলেজের দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী নাঈম হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বন্দ্বের শিকার। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা দীর্ঘদিন আটকে ছিল। পরীক্ষা নেওয়া হলেও ফল পাইনি। একই শিক্ষাবর্ষের অন্যান্য কলেজের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ফল পেলেও আমরা পাইনি। এতে চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছি না। আমরা চাই, দ্রুত ফল প্রকাশ করা হবে। নভেম্বরের মধ্যে ফল ঘোষণার আশ্বাসে আমরা আশ্বস্ত নই। সর্বোচ্চ সাত দিনের মধ্যেই ফল ঘোষণা করতে হবে। আর ঘোষণা না করলে প্রতিদিন রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন চলবে।'

জানা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় দুই হাজার ১৫০টি কলেজে ২১ লাখ শিক্ষার্থী থাকলেও সরকারি ১৮৪টি কলেজেই অধ্যয়ন করে ১৩ লাখ শিক্ষার্থী। সরকারি কলেজ পৃথক করার সিদ্ধান্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তির পরও গত বছরের ২৮ অক্টোবর এক সভায় অধিভুক্ত সরকারি কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৮৪টি কলেজকে ভাগ করে দিতেও সুপারিশ করে এ বিষয়ে গঠিত কমিটি। কিন্তু ১৭৭টি কলেজ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভাগ করা না হলেও গত ১৬ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজধানীর সাত কলেজ দেওয়া হয়।